যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN 08 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

ইউজিসির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আলোচনা

প্রত্যেক শিক্ষককে মাসে অতিরিক্ত ৪৫ হাজার টাকা ভাতা দাবি

যাদি রিপোর্ট

বেতনের বাইরে বিভিন্ন খাতে মাসিক ৪৫ াজার টাকা হারে ভাতা দেয়ার দাবি ানিয়েছেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফডারেশনের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ন্ট্রি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের সঙ্গে ালোচনা করে এ দাবি জানান। ইউজিসি বনে গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত এ ালোচনায় ফেডারেশনের ১০ সদস্যের তিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন সভাপতি এম জরুল ইসলাম ও মহাসচিব প্রফেসর ড. ঈনুল ইসলাম। নেতৃবৃন্দ ১৩ দফা দাবি পস্থাপন করেন। ইউজিসির সদস্যবৃন্দ এ ময় উপস্থিত ছিলেন।

ালোচনাকালে বিভিন্ন খাতে মাসিক ভাতা নির্ধারণ, এবং কয়েকটি খাতে বিদ্যমান াতার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জানান শিক্ষক নতৃবৃন্দ। তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককে মাসিক ০ হাজার টাকা গবেষণা ভাতা, পুস্তক ও াময়িকী ক্রয় বাবদ ৫ হাজার টাকা, াতায়াত ভাতা ৫ হাজার টাকা, পিএইচডি উদ্বি ভাতা ৫ হাজার টাকা ও এমফিল উদ্বি ভাতা ৩ হাজার টাকা, ইন্টারনেট ্যবহারের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে মাসিক ১ হাজার টাকা ও টেলিফোন ভাতা ১ হাজার টাকা নির্ধারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিত বাড়ি ভাড়ার হার পরিবর্তন করে ূল বেতনের একশ' ভাগ ও মূল বেতনের াতকরা ২০ ভাগ চিকিৎসা ভাতা দেয়া বে। এছাড়া সভায় আরো কয়েকটি দাবি ানানো হয়।

ইসাব করে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের এসব দাবি মানতে হলে মাসে ভাতা দিতে হবে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা। সে অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষকের জন্য ভাতার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩০ কোটি টাকা। অবশ্য ফেডারেশনের এ দাবিনামার যৌক্তিকতার প্রশ্নে সভাপতি এম নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, আমরা কামান চেয়েছি। আশা করি পিস্তল পাবো।

তবে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান উত্থাপিত বিভিন্ন দাবিকে ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের ১৩ দফা দাবির মধ্যে শিক্ষকদের জন্য গবেষণা ভাতা, পিএইচডি ও এমফিল ভাতা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ভাতা নির্ধারণ করার ব্যাপারে শিগগিরই ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী বাজেটেই এসব খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার ব্যাপারে কমিশন চেষ্টা চালাবে। এছাড়া বাকি দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে মেনে নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ড. আসাদুজ্জামান দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনকে 'তুলনামূলক কম' বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করলে শিক্ষকরা আরো অনেক টাকা আয় করতে পারেন। কাজেই তাদেরকে ধরে রাখতে হলে বেতন কাঠামো পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত। ফেডারেশনের সভাপতি এম নজরুল ইসলাম জানান, কমিশনের চেয়ারম্যান আমাদের তিনটি দাবি শিগগিরই বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা